দর্শনায় ৩য় শ্রেনীর ছাত্রীর ধর্ষনের অপচেষ্টায় দুই কিশোর গ্রেফতার

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে ধর্ষনের অপচেষ্টা মামলার আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার গভীর রাতে দুই কিশোরকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানা পুলিশ।

পরে ভিকটিম নুসরাত জাহান রসুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তীতুমির জানান, গত রাতে ধর্ষনের অপচেষ্টা মামলার আসামী মদনা গ্রামের খলিল মিয়ার ছেলে নুরুজ্জামাল (১৬) কে মহেশপুর তার নানী বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

অপর আসামী একই গ্রামের আব্দুল জলিল এর ছেলে হুসাইন (১৫) কে দামুড়হুদা তার নানী বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ঐ একই রাতে জৈনক ইয়াসিন আলীর মেয়ে (নুসরাত জাহান রসুকে) জিজ্ঞসাবাদের জন্য দর্শনা থানায় নেওয়া হয়। এ সময় নুসরাতের সাথে তার পিতা ইয়াসিন আলীর স্ত্রী ও ছোট কন্যাকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

রাতভর ভিকটিম ও তার মাতা-পিতা ও ছোট বোন (৫) আবস্থান করে। এরপর দুপুর ১টার দিকে ছোট বোনকে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বাড়িতে নিয়ে যায়। আপরদিকে আসামী ২জন ও ভিকটিম ও তার মাতা-পিতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চুয়াডাঙ্গা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে নিয়ে পুলিশ।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ভিকটিম ও তার মাতা-পিতাকে ছেড়ে দেবেন বলে জানান, দর্শনা থানা অফিসার্স ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর। নুরুজ্জামাল ও হুসাইনকে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জেল হাজতের সেপহমে পাঠিয়ে দেন বলে জানান।

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের আয়োজনে ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর বাজারে পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহর সভাপতিত্বে পরিচিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের আহব্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, অনুষ্টানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন, দর্শনা থানা বিএনপির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য ইকরামুল হক, দর্শনা থানা কৃষকদলের আহব্বায়ক আশরাফুল হক (বিল্লব), দর্শনা থানা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আশাবুল হক আনার।

দর্শনা থানা কৃষকদলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় এ পরিচিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের নবগঠিত কমিটির সভাপতি আওলাদ হোসেনকে, সাধারন সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সহ-সভাপতি হামিদুর রহমান ওরফে হাসেম আলী, বাবুল হালসানা, জহিরুল ইসলাম খোকন, নুর বক্স, যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মামুন, শফিকুল ইসলাম শফি, হযরত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন আলম, যুগ্ন-সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী মদন হালদার, বাবলুর রহমান বাবু, প্রচার সম্পাদক ইব্রাহীম, দপ্তর সম্পাদক মামুন, ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক (কোষাধ্যক্ষ) বাবু মোল্লা, সদস্য আব্দুল মান্নান, রফিকুল ইসলাম, সিদ্দিক আলী, রবিউল ইসলাম ও ভবেশ হালদার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়ন যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল, মৎসীজীবী দল সহ বিএনপি বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নের্তৃবৃন্দ।

দর্শনায় মাদক উদ্ধারসহ গ্রেফতার-৩

দর্শনায় অপারেশন ডেভিল হান্ট দর্শনা পৌর এলাকায় অভিযান পরিচালা করেন।

এ অভিযানে দর্শনা পৌরসভাধীন পৃথক তিনিটি স্থান থেকে মাাদকদ্রব্য উদ্ধার সহ এক নারী এবং দুই পুরুষ মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। এ গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পুরুষ দুই মাদক ব্যাবসায়ীকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং নারী মাদক ব্যাবসায়ীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে নিয়মিত মামলা।

অপারেশন ডেভিল হান্ট দর্শনা পৌর এলাকার আনোয়ারপুরের মৃত আবু জাফরের ছেলে রিপন হোসেন (৩০) ও দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ার মোহাম্মদ আলীর ছেলে মালেককে (৪৫) অবৈধ মাদকদ্রব্য সেবনের অপরাধে তাতেরকে গ্রেফতার করেন। পরে তাদেরকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

এদের মধ্যে দর্শনা আনোয়ারপুরের মৃত আবু জাফরের ছেলে রিপন হোসেনকে নগদ ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অপর আসামী দর্শনা শান্তিপাড়ার মোহাম্মদ আলীর ছেলে মালেককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও নগদ ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

পরে দন্ডিত জরিমানা ও কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে দর্শনা থানা পুলিশের মাধ্যমে। এ রায়প্রদান করেন মোবাইল কোর্টের বিজ্ঞঃ বিচারক ও দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) কেএইচ তাসফিকুর রহমান।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে থানার এসআই অনুজ কুমার সরকার সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌরসভাধীন ইশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বাগানপাড়ায়।

এসময় শিল্পী বেগমের (৪০) বসত বাড়ী হতে ৫০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ তাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত শিল্পি বেগম দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের ঈদগাহপাড়ার জামির হোসেনের স্ত্রী।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় কেরু চিনিকলে আখ মাড়াই বন্ধ

দর্শনায় কেরু চিনিকল ১২ দিন বন্ধ রেখে আধুনিকায়ন প্রযুক্তিতে আঁখ মাড়াই শুরু করার কথা থাকলেও শেষ পযর্ন্ত পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে আঁখ মাড়াই শুরু করলেন মিল কর্তৃপক্ষ। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত সড়ে ১০টায় মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ রেখে নতুন বয়লিং হাউজ চালুর করার সিধান্ত নেয় প্রকল্পের (পিডি) প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ফিদা হাসান বাদশা। তবে শেষ পযর্ন্ত পুরাতন বয়লিং হাউজ দিয়ে মিলটি চালু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড। কেরু চিনিকল চলতি ইক্ষু মাড়াই মৌসুম কার্যক্রম যাত্রা শুরু গত ২০ ডিসেম্বর গত শুক্রবার বিকাল ৩ টায়। টানা ৫২ দিন মাঁড়াই কার্যক্রম চলার পর হঠাৎ করে নতুন বয়লিং হাউজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেই বিএম আর আই প্রকল্প। সে কারনে কেরুজ কর্তৃপক্ষ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত সড়ে ১০টায় মাঁড়াই কার্যক্রম বন্ধ রেখে নতুন বয়লিং হাউজ চালুর করার সিধান্ত নেয় প্রকল্পের (পিডি) প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ফিদা হাসান বাদশা।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন বয়লিং হাউজে গরম হয়ে আগুন ধরে যায়। সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভীসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তার আগেই নতুন বয়লিং হাউজের কিছু হাউজিং পাইপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় অনেক টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়। ক্ষয়ক্ষতির কথা জানতে চাইলে প্রকল্পের (পিডি) প্রজেক্ট ডাইরেক্টর

ফিদা হাসান বাদশা বলেন আমি কিছুই বলতে পারবো না। ২০১২ সালের সেনা বাহীনীর নিয়ন্ত্রিত বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মেশিনটুলস ফ্যাক্টরি লিঃ সরকারী অর্থায়নে বি এম আর অব কেরু এ্যান্ড কোং বিডি লিঃ ১ম সংশোধিত প্রকল্প কাজ শুরু করে। দীর্ঘ ১৩ বছরেও এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। এ প্রকল্পের প্রথম ধাপে ১শ ২০ কোটি টাকা অনুমোদন হলেও পরে তা বাড়িয়ে ২শ কোটি টাকারও বেশি বাড়িয়ে নেয়।

দীর্ঘ ১৩ বছর পর গতকাল মঙ্গলবার নতুন বয়লিং হাউজ চালু হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত চালু হলো না। এ বছরে চালু হবে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না। তাহলে কার ভরসায় ১২ দিন মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ হলো। এ ক্ষতির দায়ভার কে নিবে। চিনিকলটি ১২ দিন বন্ধ থাকায় আঁখ চাষীরা আখ রোপন থেকে পিছু হাটছে। কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ডিজিএম সম্প্রসারণ মাহাবুবুর রহমান গত ২২ ফেব্রয়ারী ফেসবুকে পোষ্ট দিয়ে জানান দেন, অর্ধেক জমিতে আখ দাঁড়িয়ে আছে বাকি অর্ধেক মুড়ি আখ রয়েছে।

জীবননগর সাবজনের বিশিষ্ট আখ চাষী ছাইদার হোসেন বলেন, আমার আখ এখনও সমুদয় আখ এখনও সরবারাহ করতে পারেনী। যার কারনে তিনি ক্ষোভে হতাশা বিরাজ করে ০.৫০ একর মুড়ি আখ চষে ফেলছিলো। এমন হাজারো চাষীরা এবার আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাহলে চাষীরা যদি আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এ দায়ভার কে নিবে। এ চিনিকলটি ১২ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় পুনরায় পুরাতন মিল দিয়ে আঁখ মাড়াই কার্যক্রম শুরু করে। আসলে চিনিকলটি এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে আঁখের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে বলে ধারনা করছে আখ চাষীরা।

২০২৪-২৫ আখ মাড়াই মৌসুমের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের। ৬৫ কার্য দিবসে ৭০ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চিনি আহরণের হার ধরা হয় ৫ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫২ দিনে এ যাবত ৬০ হাজার ৪৩৮ পয়েন্ট ৮৩৫ মেট্রিক টন আঁখ মাড়াই করে ৩ হাজার ১২৮শত ৫ পয়েন্ট ১৭ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ২০/০২/২০২৫ তারিখ দর্শনা কেরু চিনিকলটি চালু হওয়ার পর মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার মিলটি চালু হওয়া পযর্ন্ত কেরু বাণিজ্যিক খামারে এবং

কৃষকের জমিতে ৭/৮ শত একর দন্ডায়মান আঁখ রয়েছে বলে জানান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

তিনি আরো বলেন, চলতি আঁখ রোপন মৌসুমে ৬ হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন করা জন্য সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছ্। এ পযর্ন্ত ৫ হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন হয়েছে। আরো এক হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন করা হবে বলে তিনি আশাবাদী। তবে মিল কর্তৃপক্ষ সার বিতরণের উপর নিরভর করে লক্ষ্যমাত্রা করেন। বাস্তবে কতটুকু আঁখ রোপন হয়েছে তা বলা অসম্ভব। কারণ চাষীরা আঁখ লাগানোর জন্য যে পরিমান জমির কথা বলে সার উত্তোলন করে, তা সঠিক হয় না, কারণ কেরু মিল থেকে সার উত্তোলন করে জমিতে ভুট্টা ও ধান রোপন করে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মিল এলাকায় আঁখ রোপনের লক্ষমাত্রা অর্জন হয় না।

দর্শনায় গাঁজাসহ ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৫কেজি গাঁজাসহ হৃদয়কে (২৫) গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেফতাকৃত হৃদয় পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ঝাঁজাডাঙ্গা গ্রামের মৃত্যু সুন্নত আলীর ছেলে।

সোমবার দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে,অভিযান চালায় দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঝাঝাডাঙ্গা ঈদগাহ পাড়ায় অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ হৃদয়ের ১তলা বাড়ির ভিতর থেকে প্লাস্টিকে মেড়ানো লালটেপ জাড়ানো অভিনব কায়দায় লুকানো ভারতীয় ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এস আই মাসুদুর রহমান বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ

চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২০ ঘণ্টার মাথায় প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে ৩ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গত রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইকারীরা নববধূসহ ২ জনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোমবার দুপুর ২টার দিকে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ প্রধান আসামিসহ তাদের আটক করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ওসমানপুর বেঁদেপোতা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আব্দুস সালাম (৫২), কুড়ালগাছি ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে মাওলা বক্স (৪৬), পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদই (৪৫)।

পুলিশ জানায়, ছিনতাইয়ের প্রধান আসামি আব্দুস সালামকে ধরতে গিয়ে তিনি পানির মধ্যে লুকিয়ে যান। পুলিশ কাদায় নেমে তাকে গ্রেফতার করে।

আহতরা হলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের নতুন গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে

সাগর (২৪), দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামের মজিবর রহমানের মেয়ে ও সাগরের স্ত্রী শাফিয়া খাতুন (১৮)।

আহত সাগর জানান, “আমি দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে আমার বাড়ি ফিরছিলাম। সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে পৌঁছালে ৪ জন ছিনতাইকারী রাস্তার ওপর বাঁশ ফেলে আমাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে এবং সেটি ভাঙচুর করে।

এরপর ছিনতাইকারীরা আমার পালসার মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চায়। আমি তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করি। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আরেকটি মোটরসাইকেল আসছিল। তখন আমি কিছুটা সাহস পেয়ে চিৎকার করে ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলতে থাকি। ছিনতাইকারীরা আমাকে বাম হাতে ও ডান কাঁধে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আমার স্ত্রীকেও মারধর করে এবং তার কাছ থেকে স্বর্ণের আংটি, চুড়ি, চেইনসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার গহনা ও আমার কাছে থাকা ৪৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।”

এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল আরোহী তার গ্রামে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি জানায়। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন ছুটে আসলে ছিনতাইকারীরা তাদের ব্যবহৃত একটি বাজাজ মোটরসাইকেল (নং- ঝিনাইদহ-হ ১১-০১৭৮) ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সেই মোটরসাইকেলের সূত্র ধরে তদন্তে নামে এবং তিনজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আমি (সাগর) ছিনতাইকারী ২ জনকে চিনতে পারি এবং পরে পুলিশকে জানাই।

ঘটনার পর দর্শনা থানার অফিসার মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং ছিনতাইকারীদের ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “আমরা ছিনতাইকারীদের মধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি।”

এ ঘটনায় সাগর বাদী হয়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা দায়ের করেছেন।

দর্শনায় এক সপ্তাহে ১৩টি বোমা উদ্ধার, ভোরে বিকট বিস্ফোরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে ১৩টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় বেশ ভাবিয়ে তুলছে দর্শনাবাসিকে। দর্শনায় ভোর রাতে বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে একদল দুর্বৃত্ত।

দুটি গ্রামে পৃথক স্থান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় লাল কসটেপ ও কালো কসটেপ মোড়ানো সাদা পলিথিনের মধ্যে পাওয়া গেছে ৬টি বোমা। বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ও সকালে এ বোমাগুলো পাওয়া যায়। এ শক্তিশালী বোমাগুলো ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

এতে কোন হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দর্শনা সহ দুটি গ্রামের মানুষের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দল।

জানাযায়, বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে।

ভোর রাতে গ্রামের বড় মসজিদপাড়ার মৃত আনছার আলীর ছেলে রুবেল হোসেনের বসত ঘরের পিছনে এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এসময় লোকজন পরিত্যক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে রাস্তার উপরে দুটি বোমা রেখে যায়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া মাঝপাড়ার মৃত নুরুুল ইসলাম মাস্টারের বাঁশঝাড়ের নিচে ৪টি বোমা পড়ে আছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সার্কেল এএসপি ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ খন্দকার শহীদ তিতুমীর। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সেনাবাহিনীর একটি টিম। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেখে কালো ও লাল কসটেপ মোড়ানো ৪টি বোমা পড়ে আছে। এ ঘটনায় গোটা দর্শনা জুড়ে বিরাজ করছে বোমা আতঙ্ক।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কেরুজ চত্বরে ভোরে ১টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়

দুর্বৃত্তরা। পরে সকাল ১১টায় ১টি লাল কসটেপ মোড়ানো বোমা উদ্ধার করে বিস্ফোরণ ঘটায় বোমা ডিসপোজাল টিম রাজশাহীর র্যাব ৫ একটি দল। তারপর ১৫ ফেব্রুয়ারি কেরুজ চত্বরের পুকুরের ভিতর কালো কসটেপ মোড়ানো আরও ১টি বোমা উদ্ধার করে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দর্শনা কেরুজ চত্বরে যৌথ চিরনী অভিযানে আরও ৪টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে। এ বোমাগুলো ঘিরে রাখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরের দিন বিকাল ৪টায় যশোর সেনাবাহিনীর বোমা ডিসপোজাল একটি টিম বোমাগুলো বিকট শব্দে নিষ্ক্রীয় করে। গত ৪ দিনের মাথায় আবারও ১ বোমা বিস্ফোরণ ও ৬টি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় দর্শনাবাসিকে বেশ ভাবিয়ে তুলছে।

এ বিষয়ে এএসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, “আমরা বোমা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। তবে যে কোন সময় আমরা অপরাধীকে ধরে ফেলব।” এদিকে বোমাগুলো ঘিরে রেখেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

দর্শনা কেরুজ চত্বরে যৌথ চিরুনি অভিযানে ৪টি বোমা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু অ্যান্ড কোম্পানি-তে একের পর এক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশে প্রশাসনের যৌথ চিরুনি অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১২:৩০ মিনিটে, দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সার্কেল এএসপি জাকিয়া সুলতানার নেতৃত্বে কেরু এলাকার ১৩৮ একরজুড়ে তল্লাশি শুরু করা হয়।

অভিযানে অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা ডিআইওয়ান মোঃ শফিকুর রহমান খান, জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি মশিউর রহমান, ৫৫ পদাতিক ডিএডি হুমায়ুন আহমেদ (সেনাবাহিনী), কেরুজ আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

অভিযান চলাকালে বেলা ২টার দিকে দর্শনা কেরুজ ক্যাথলিক গির্জার পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ মোড়ানো ৪টি শক্তিশালী বোমা পাওয়া যায়।

কেরুজ সিকিউরিটি অফিসার মোজাহিদুল ইসলাম জানান, সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ, কেরুজ সিকিউরিটি গার্ড ও ডিবি পুলিশ সকাল থেকেই যৌথভাবে তল্লাশি চালাচ্ছিল। এ সময় জয়নাল আবেদীন নফর সংগঠনের অফিসের পেছনে একটি পলিথিনের ব্যাগে বোমাগুলো দেখতে পান।

সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকা ফিতা দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এবং সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ ও ডিবি বাহিনী বোমার চারপাশ পাহারা দিতে থাকে।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর জানিয়েছেন, রাজশাহী বোমা ডিসপোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। টিম আসার আগ পর্যন্ত সেনাবাহিনী, পুলিশ ও কেরুজ সিকিউরিটি বাহিনী পুরো এলাকা পাহারায় থাকবে।

এর আগে, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কেরুজ ক্লাবের পাশে একটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে রাত ৮:৩২ মিনিটে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কেরুজ ক্লাবের সামনে পুকুরে কালো টেপ মোড়ানো বোমা পাওয়া যায়। র্যাব-৫ এর বোমা ডিসপোজাল টিম এসে রাত ৮:২৪ মিনিটে বিস্ফোরণ ঘটায়।

৯ অক্টোবর ২০২৪ দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের এনজিও অফিস ডাকাতির সময় একটি বোমা ফেলে যায় ডাকাত দল। সেটিও কেরুজ ক্লাব মাঠে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

চার মাসে কয়েক দফা সিরিজ বোমা উদ্ধার ও বিস্ফোরণের ঘটনায় কেরু এলাকার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর জানান, বোমাগুলো কারা রেখে যাচ্ছে, কেন রাখা হচ্ছে তা নিয়ে তদন্ত চলছে। রাজশাহী বোমা ডিসপোজাল টিম এসে নতুন উদ্ধার হওয়া বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটাবে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরুজ ক্লাবের পাশে বোমা বিস্ফোরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরুজ ক্লাবের পাশে ভোররাতে বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা। এতে আতঙ্কে ঘুম ভাঙে এলাকাবাসীর। এছাড়া, ঘটনাস্থলে আরও একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে, যা নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চলছে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে কেরুজ জেনারেল অফিসের অদূরে ক্লাবের পাশে একদল দুর্বৃত্ত লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বিকট শব্দ শুনে এলাকাবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং শব্দের উৎস জানতে পরিচিতজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সকালে স্থানীয়রা কেরুজ ক্লাবের পাশে একটি ঝোপের মধ্যে লাল কসটেপে মোড়ানো আরেকটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দামুড়হুদা সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা এবং দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের হুমায়ন আহমেদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এএসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, “আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সেখানে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তবে এটি সত্যিকারের বোমা কিনা, তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যাবে। রাজশাহীর বোম্ব ডিসপোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে।”

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বলেন, “ঘটনার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কেরুজ ক্লাব এলাকা লাল ফিতা দিয়ে ঘিরে রেখেছি এবং পুলিশ সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য রাজশাহী র্যাবকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।”

এ বিষয়ে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকর্তা এডিএম

গালিব হাসানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “কেরুজ ক্লাবের পাশে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্যিকারের বোমা কিনা, তা বোম্ব ডিসপোজাল টিম পরীক্ষা করে নিশ্চিত করবে।”

ঘটনাটি নিয়ে কেরুজ চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দর্শনায় আট কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার এক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম টিপু সুলতান (৪৬)। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার বাসিন্দা, আফাজ মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার খেদের মন্ডলের চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালানো হয়। এসআই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানকালে টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছে থাকা একটি বস্তা তল্লাশি করে প্রত্যেকটি ১ কেজি ওজনের ৮টি প্যাকেট গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় এসআই মাসুদুর রহমান বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছেন এবং গ্রেফতারকৃত টিপু সুলতানকে চুয়াডাঙ্গা

কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক ব্যবসায়ীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”